ঘুমের ওষুধ

সংক্রান্ত তথ্য

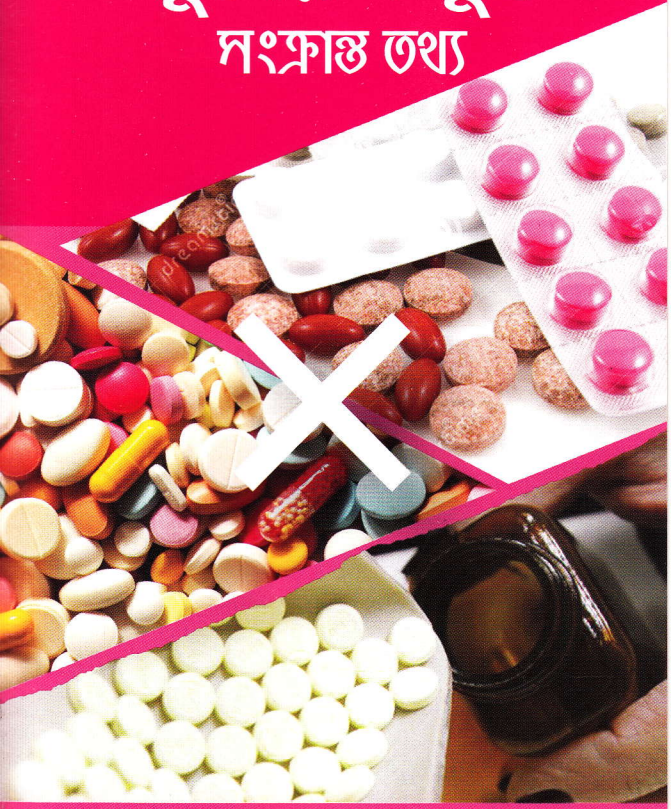

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

প্রধান কার্যালয়

৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফ্যাক্স নম্বরঃ ৮৮-০২-৮৮৭০০১০

টেলিফোন নম্বরঃ ৮৮-০২-৮৮৭০০১১

ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com

Website : www.dnc.gov.bd

ঘুমের ওষুধ কি?

ঘুমের ওষুধ (সিডেটিভ-হিপনোটিকস) হচ্ছে সেই সকল মাদকদ্রব্য যেগুলো তন্দ্রাভাব এবং নিদ্রা অবস্থার সৃষ্টি করে। এগুলো বিভিন্ন ট্রাকুলাইজারের অনুরুপ, কেবল পার্থক্য এই যে নিদ্রা আনয়নে এগুলোর কার্যকারীতা অনেক বেশী এবং দীর্ঘস্থায়ী। বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক ধরনের ঘুমের ওষুধ রয়েছে।

বেঞ্জোডায়াজিপিনঃ

রাসায়নিকভাবে প্রস্তুত, বারবিচ্যুরেট এর বিকল্প হিসেবে বেঞ্জোডায়াজিপিন উদ্বেগ কমানোর ক্ষেত্রে বারবিচ্যুরেট থেকে অধিকতর কার্যকর কিন্তু উক্ত ঔষধের মতো বেশী প্রশান্ত করে না। এমনও চিন্তা করা হতো যে বেঞ্জোডায়াজিপিন এর আসক্তি সক্ষমতা কম। ত্রিশের অধিক প্রকার বেঞ্জোডায়াজিপিন আছে। খুব বেশী ব্যবহৃত হয় এলপ্রাজোলাম, ক্লোরডায়াজিপোক্সাইড, ডায়াজিপাম (সেডিল), লোরাজিপাম (এটিভান), অক্সাজিপাম (সেরাক্স) এবং ক্লোনাজিপাম (রিভোট্রিল)।

বারবিচ্যুরেটস্ঃ

বারবিচ্যুরেটস্ প্রথমে তৈরী করা হয়েছিল অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা ও মৃরগীরোগের চিকিৎসা করার জন্য। সাধারণতঃ এগুলো ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়, তবে ক্যাপসুল অথবা তরল আকারে পাওয়া যেতে পারে। বারবিচ্যুরেটস্ এর কয়েকটি পরিচিত নাম হচ্ছে সেকোনাল, টুইনাল, ফেনোবার্ব, গার্ডিনাল ও এ্যামিটাল।

বারবিচ্যুরেটস্ এর মত ঘুমের ওষুধঃ

বারবিচ্যুরেট-এর উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হওয়ায় ট্রায়াজোলাম, ফ্লোরাজেপাম ও মেথাকোয়ালন এর মত ওষুধ বাজারে আসে। কিন্তু এগুলোতেও নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। এসব মাদকদ্রব্য ক্যাপসুল অথবা ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়। এই জাতীয় ঘুমের ওষুধের কয়েকটি পরিচিত নাম হচ্ছে ম্যানড্রেক্স, ম্যাক্সি বা ফ্লোরাপাম বলা হয়।

ঘুমের ওষুধসমূহের সবগুলো বাংলাদেশে অবৈধ নয়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই ঘুমের ওষুধ গ্রহণ করবেন না।

ঘুমের ওষুধ গ্রহণের প্রতিক্রিয়া কি কি?

ঘুমের ওষুধ শরীরকে নির্জীব করে ফেলে এবং ব্যবহারকারী তন্দ্রাভাব বোধ করে।

স্বল্প মাত্রায় প্রতিক্রিয়াঃ

স্বল্প মাত্রায় ঘুমের ওষুধ শরীরকে নির্জীব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য উত্তেজনাভাব বা অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। অধিকাংশ ব্যবহারকারী ঘুমিয়ে পড়ে। অধিক মাত্রায় এসব মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মারাত্মক উত্তেজনা দেখা দেয়, সময় ও স্থান জ্ঞান এবং স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসে, চৈতণ্যহীনতা ও সংজ্ঞাহীন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও ঘটতে পারে। এ্যালকোহল অথবা ফেনসিডিলের মত অন্যান্য মাদকদ্রব্যের সংগে এর ব্যবহার খুবই বিপজ্জনক, কেননা এতে প্রতিক্রিয়া কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়াঃ

দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে রক্তের স্বল্পতা, যকৃৎ অকেজো হয়ে যাওয়া, মাথাধরা, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া, অসংলগ্ন কথাবার্তা ও হতোদ্যম হওয়াসহ বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। আসক্ত মায়েদের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের শ্বাস প্রশ্বাস, খাদ্যগ্রহণ ও নিদ্রা সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ঘুমের ওষুধ কি নেশা সৃষ্টিকারী?

ঘুমের ওষুধ নিয়মিত ব্যবহারে সহনশীলতা সৃষ্টি হয় এবং তখন কাঙ্খিত অনুভূতি লাভের জন্য মাত্রা বর্ধিত করার প্রয়োজন হয়। ক্রমেই কার্যকর মাত্রা প্রাণনাশক মাত্রার কাছকাছি পৌঁছে যায়। নিয়মিত ব্যবহারের ফলে মানসিক ও শারীরিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হতে পারে। হঠাৎ করে ব্যবহার বন্ধ করে দিলে পরিহারজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন অস্থিরতা, বিষণ্নতা, অনিদ্রা, প্রলাপ বকা, খিচুনি এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

আমাদের অঙ্গীকার
নেশামুক্ত পরিবার

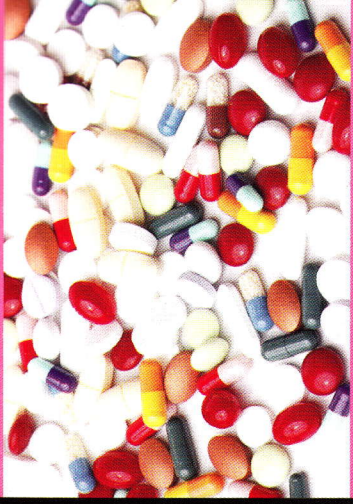

ঘুমের ঔষধ সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগে

যোগাযোগ করুন।